JUN. 10 2002

দুই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত

❑ ছাত্রী হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ, মৌন মিছিল ❑ ৩রা জুলাই পর্যন্ত বুয়েট বন্ধ ঘোষণা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে বুয়েটছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ঐক্যজোট সন্ত্রাসী মুক্তির কুশপুত্তলিকা দাহ, বুয়েট ভিসির কুশপুত্তলিকা দাহ করার চেষ্টা, বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শতাধিক গ্রেফতার, এস. এম হল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হলে নিয়ন্ত্রণকারী সন্ত্রাসী নেতৃত্বের পরিবর্তন, অভিযানকালে সাধারণ ছাত্রদের প্রতি পুলিশ-বিডিআর-এর মারমুখী আচরণসহ বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার কারণে বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নাজুক হতে থাকায় ৩রা জুলাই পর্যন্ত বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে ছাত্রী হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার ডিবির হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। শনিবার রাত পৌনে ১টায় বুয়েটের সিকিউরিটি অফিসার বাদি হয়ে লালবাগ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় কাউকে আসামি করা হয়নি।

ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ছাত্রছাত্রীরা সনি হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ সাত দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবি উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি, অবস্থান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে ক্যাম্পাসে শোক র‍্যালি বের করে। র‍্যালিটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে জাতীয় প্রেসক্লাব হয়ে আবার ক্যাম্পাসে ফিরে যায়। তারা উপাচার্যের অফিসের সামনে 'আমার বোন মরল কেন তিসি জবাব দে' স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় তারা উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিতে গেলে তিনি পরে দিতে বললে ছাত্রছাত্রীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্ররা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের স্মারকলিপি গ্রহণের জন্য স্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে উপাচার্য স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

ছাত্রদের সাত দফা দাবি হচ্ছে; ৮ই জুন

এস. এম হল থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি। গ্রেফতার হওয়া ৪ ক্যাডিনবয়।

সনি দিবস ঘোষণা, সনির নামে ছাত্রী হলের নামকরণ, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কার, অবিলম্বে সনি স্মৃতিফলক উন্মোচন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা জোরদার, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রশাসন কর্তৃক মামলা দায়ের এবং অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের শাস্তি।

উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে ছাত্ররা অবস্থান ধর্মঘটকালে মুকির কুশপুত্তলিকা দাহ করে। এ সময় পুলিশ ও শিক্ষকদের দেখে ছাত্রদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। 'পুলিশ দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না, তিসি-পুলিশ কাউকেই বিশ্বাস করি না' ইত্যাদি স্লোগানে ছাত্ররা ফেটে পড়ে। এর কিছুক্ষণ পর বুয়েট কর্তৃপক্ষ এক জরুরি সভা ডাকেন। বাইরে অবস্থানরত কয়েকশ' ছাত্রছাত্রী ওই সভায় তাদের সাত দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য বিক্ষোভ করতে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ওই সভায় কর্তৃপক্ষ ৩রা জুলাই পর্যন্ত ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে এবং রোববার বিকেল ৫টার মধ্যে আবাসিক হলে অবস্থানরত সকল ছাত্রছাত্রীকে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ বিকেল ৪টায় রিপোর্টার্স ইউনিটি

ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

ক্যাম্পাস ঃ উত্তপ্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তকে সন্ত্রাসীদের বাঁচানোর কৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করে। কেন্দ্রীয় ও বুয়েট শাখা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে বলেন, চলমান আন্দোলন দাবিয়ে রাখতে কর্তৃপক্ষ এই একচোখা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া ও সন্ত্রাসীদের বিচারসহ নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবি জানান।

বুয়েটের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, টেন্ডার দাখিল করা নিয়ে দু'টি সন্ত্রাসী গ্রুপের অবস্থানের কথা জেনেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। যার ফলে টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে শনিবারের বন্দুকযুদ্ধে নিরীহ একজন ছাত্রী মারা যায়। বুয়েটে টেন্ডারবাজি, পলাশী মার্কেটে চাঁদাবাজি এবং ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোন সময়ই কোন উদ্বেগ ছিল না।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আবদুল কাইয়ুম শনিবার 'সংবাদ'কে বলেন, 'বুয়েটের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশকে আগে থেকে কিছু জানায়নি। এমনকি ১১ই জুন টেন্ডার দাখিলের দিন নির্ধারিত থাকলেও ওই দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পুলিশের সহায়তা চায়নি।'

সনি হত্যাকাণ্ডের পর শনিবার বিকেল থেকে ভোর সাড়ে ৬টা পর্যন্ত পুলিশ-বিডিআর যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের ছাত্র হলগুলোতে ব্যাপক তল্লাশি চায়। তল্লাশিকালে পুলিশ-বিডিআর-এর বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রদের হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযানের সুযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.এম হল ও বঙ্গবন্ধু হল ছাত্রদলের লাল্টু-আলিম গ্রুপ দখল করে নেয়। হল দু'টি এর আগে টিটো-মামুন গ্রুপের দখলে ছিল। সকাল পর্যন্ত বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে অভিযানকালে পুলিশ ১শ' ১২ জনকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ৬৯ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

শনিবার রাতে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.এম হল থেকে আর্মানির তৈরি ১টি রিভলভার, ১টি এস. এমজি, ৩টি কাটা রাইফেলসহ বিভিন্ন